আলমডাঙ্গায় ১০ পিস ইয়াবাসহ আটক-১

আলমডাঙ্গার রোয়াকুলি ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আকাশ (২৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই শরীয়তুল্লাহ জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রাম থেকে আটক করেন। সে রোয়াকুলি গ্রামের সাহাবুলের ছেলে।

আগামীকাল শনিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) সাইফুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।

পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘মাদক বিক্রির গোপন সংবাদ পেয়ে থানার এসআই শরীয়তুল্লাহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রোয়াকুলি গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সন্দেহ মূলক ভাবে আকাশকে আটক করে। শরীর তল্লাশি করে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পশুহাটে সড়ক নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে দোকানপাট উচ্ছেদ

আলমডাঙ্গার পশুহাটের সড়ক যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে অবৈধ নির্মিত দোকান উচ্ছেদ করেছে পৌর প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তবে, উপজেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযানকে অযৌক্তিক দাবি করেন স্থানীয় ভুক্তভোগী দোকান মালিকেরা। প্রভাবশালীদের স্থাপনা

উচ্ছেদ না করে গবির-দুস্তদের উপর নির্মম অত্যাচার করছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৩ মাস পূর্বে আলমডাঙ্গা পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফুটপাথ দখল মুক্ত ও অবৈধ দখলদারি দুরীকরণে লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন পৌর প্রশাসন। গত কয়েক দিনের এ অভিযান অতর্কিত ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আবারো পূণরায় শুরু হয় দখল।

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের প্রধান সড়কের দুই পাশের ড্রেনের ফুটপথ গুলো ব্যবসায়ীদের কবলে। এতে সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় রাস্তার পাশ দিয়ে। অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ পথচারীরা। তবুও পৌর প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে।

গত ৩ মাস পূর্বে পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মিত দোকান সরিয়ে নেবার নোটিশ প্রদান করে। নোটিশ প্রদানের তিনমাস পার হলেও দোকান গুলো আবারো প্রসারিত হয়েছে। প্রশাসনের নজর দারির অভাবে বিতর্কিত হচ্ছে উচ্ছেদ অভিযান, ভোগান্তিতে পড়ছে নিম্নআয়ের মানুষ।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গা পৌর পশুহাটের যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাপ্তাহিক পশু হাটের দিন তিব্র জানজট মুক্ত করতেই এমন উদ্যোগ করে পৌর প্রশাসন। তবে, এসব দোকান-পাট উচ্ছেদ কি জানজট নিরসন করবে নাকি প্রভাবশালীদের ব্যবসায়ীক দুয়ার উন্মোচন হবে।

অবৈধভাবে নির্মিত দোকান মালিকেরা জানান, আমাদের ঘর-বাড়ি নাই। দোকানের মধ্যেই বসবাস করি এবং এখানেই চা-পান সিগারেট বিক্রি করে পেট চালায়।

এদিকে আরো অনেকে জানান, পৌর শহরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবৈধ ভাবে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। তাদের প্রতিবাদের জন্য মুখফিরিয়ে নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু আমাদের মত অসহায় মানুষের সুযোগ নিয়ে উপার্জনের ক্ষমতা টুকু নস্ট করে দিলো।

উচ্ছেদ অভিযান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, সাপ্তাহিক পশু হাটের কারণে তিব্র জানজটে ভোগান্তিতে পড়তে হ সাধারণ মানুষ। পৌর শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদের মাধ্যমে জনবান্ধব হিসাবে এ পৌর নগরীকে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম (আশা) (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আশরাফুল আলম (আশা) পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের তাঁতীপাড়ার আতিয়ার রহমানের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরে এরশাদপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে চেক জালিয়াতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে আশরাফুল আলম (আশা) কে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় সরকারি কাজী পরিচয়ে সালামের প্রতারণা

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে নিকাহ রেজিস্ট্রার আব্দুস সালাম নিজেকে সরকারি কাজী পরিচয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও বিবাহ রেজিস্টারে ও ডিভোর্সের নামে ভুক্তভোগীদের নিকট থেকে সরকারি ফি এর চাইতে দ্বিগুণ অর্থ নেয় বলে অনেকে অভিযোগ করে। বাল্য বিবাহ আইন অমান্য করেও বিবাহের নামে মোটা অংকের টাকার মাধ্যমে দীর্ঘিদিন যাবৎ এসব অপকর্ম করে আসছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ড গোবিন্দপুর মাঠ পাড়ায় দীর্ঘিদিন বিবাহ ও ডিভোর্সের কাজ করে আসছে কাজী আব্দুস সালাম।সে নিজেকে সরকারি কাজী দাবি করে।

সরকারি ভাবে অনুমোদিত থাকলেও সরকারি কাজী দাবি করা হলে আইনগত ব্যবস্থার নিয়ম থাকলেও উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তারা নিরব ভূমিকা পালন। এসুযোগে কাজী সালাম বাল্য বিবাহ সহ নিয়ম বহিভূত কাজ করে থাকে বলে অভিযোগ উঠেছে।

কাজী আব্দুস সালাম জানান, আমি সরকারি কাজী। সরকারের অনুমোদন থাকায় বিল বোর্ডে সরকারি কাজী পরিচয় দিচ্ছি। যদি কোন সমস্যা হয় বিল বোর্ড তুলে ফেলবো কিন্তু আমি সরকারি কাজী।

নাম না প্রকাশের শর্তে কয়েকজন কাজী জানান, সালাম দীর্ঘদিন সরকারি কাজী নাম প্রকাশ করে নিকাহ রেজিস্ট্রি করে আসছে। তার প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পোলে সরকারি কাজী খ্যাতি হিসাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে। তবে, সে সরকার অনুমোদিত কাজী কিন্তু সরকারি নয়।

এবিষয়ে জেলা নিকাহ রেজিস্ট্রি কমিটির সভাপতি মসলেম জানান, জেলায় কোন সরকারি কাজী নাই। সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত অনুমতিতের ভিত্তিতে নিকাহ রেজিস্ট্রির কাজ করে থাকি।

তিনি আরো বলেন, যদি সরকারি কাজী হিসাবে নাম ব্যবহার করে তবে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহি অফিসার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ গ্রহন করতে পারে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, বিল বোর্ডের মাধ্যমে কোথাও সরকারি কাজী পরিচয় দিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, বাল্য বিবাহ সহ অতিরিক্ত টাকা নিয়ে থাকলে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টারের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহ আলম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের উপ প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমান আহমেদ ডন, অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, সোহেল রানা শাহীন, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হুসাইন বাদশা, হাসানুজ্জামান হাসান, মুন্না, নাহিদ হাসান তমাল, আলোচনা সভা শেষে এক দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ সজিব।

অন্যদিকে বিকেল চারটার দিকে মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলো পিতা

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের শান্ত (২২) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিয়েছেন তার পিতা। সোমবার দুপুর ২ টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ কারাদন্ড প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক হলো আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

জানা যায়, শান্ত অনেক দিন ধরেই মাদকাসক্ত। তবে বেশ কিছুদিন ধরে সে মাদকাসক্ত হয়ে অত্যাচার শুরু করে। প্রায়ই সে নিজের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং পিতামাতাকে মারধর করে।

এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আনসার আলী সোমবার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকেও জানায়। সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে শান্তকে ৪ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেটসহ আটক করে ফাঁড়ি পুলিশ।

এসময় খবরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরে দুপুরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। এসময় উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় মারপিট ও নগদ অর্থ লুটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ফুলবগাদি গ্রামের নুর ইসলাম নামের এক গরু ব্যাপারীকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

গত (২৩শে জুলাই) শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। এঘটনায় গরু ব্যাপারী নিকট থেকে নগত ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। মারপিট ও টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামের মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে নুর ইসলাম (৫০)। সে গত শনিবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার কসবা গ্রামে গরুর ক্রয়ের ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিতে যাবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। নুর ইসলাম তার বাড়ির সন্নিকটে ইউসুফ মোড়ে অবস্থান করছিলো।

এসময় বড়-গাংনী গ্রামের মুনসুর ফারাজীর ছেলে মনির তাকে জোরপূর্বক মোটরসাইকেলে তুলে নিজ গ্রামের অজ্ঞাত বাঁশ বাগানে নিয়ে যায়। নুর ইসলামকে একা পেয়ে মনির ও তার সঙ্গী অজ্ঞাত ৩/৪ জন তাকে বেধড়ক মারপিট করে। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা নুর ইসলামে উদ্ধার করে।

রবিবার রাতে নুর ইসলাম বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নুর ইসলাম জানান, মনির আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। মনির বলে আমি সরকারি চাকুরি করি আর সরকারি কর্মকর্তার সাথে আমার মিল আছে, নাম মাত্র অভিযোগ করে কিছুই হবে না।

তিনি আরো বলেন, মনিরের সাথে আমাদের পাশ্ববর্তী গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিলো। মেয়ের পরিবার থেকে আমার কাছে মনির ফারাজীর সম্পর্ক জানতে চাইলে আমি বলে ছিলাম তার আগে বিয়ে হয়ে ছিলো এই নিয়ে মনির ফারাজির সাথে আমার পূর্ব শত্রুতা।

আমার নামে অভিযোগ করে কিছুয় করতে পারবে না, তখন তো তাকে ছেড়ে দিয়েছি এবার ধরলে আর ছাড়বো না।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ফুলবগাদি গ্রামের গরু ব্যবসায়ীকে মারপিট ও নগত টাকা লুটের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৫দিন পর গৃহবধূর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ৫ দিনপর ভাংবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে পপি খাতুন নামের এক গৃহবধুর অর্ধ গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের কারিগরপাড়া মাঠের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার এডিশনাল এসপি সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় স্বামীসহ ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। নিহত গৃহবধু পপি খাতুন উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালীয়া গ্রামের তুহিনের স্ত্রী ও একই উপজেলার বেলগাছি গ্রামের ইসলামপাড়ার নুরুল ইসলাম ভোলা শেখের মেয়ে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ইসলামপাড়ার নুরুল ইসলাম ভোলা শেখের মেয়ে পপি খাতুন। গত বুধবার উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালিয়া গ্রামের পপি খাতুন তার স্বামী তুহিনের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিলেও পপি খাতুনের সন্ধ্যান না পেয়ে পিতা নুরুল ইসলাম ভোলা শেখ রবিবার আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি করে।

সাধারণ ডায়েরি করার ১ দিনপর আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদীতে স্থানীয়রা সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে অর্ধগলিত নারীর লাশ ভাসতে দেখে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। সন্ধ্যায় গৃহবধু পপির মরদেহ পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

গৃহবধুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পপির স্বামী তুহিন ও প্রতিবেশি ঝন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান, থানার পরিদর্শক ওসি তদন্ত তুহিনুজ্জামান খান, পরিদর্শক ওসি অপারেশন একরামুল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার দুপুরে এলাকার কয়েকজন নারী মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। এসময় নদীতে একটি নারীর মরদেহ ভাসমান

অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নিহতের বাবা ভোলা শেখ বলেন, পাঁচদিন আগে আমার জামায় তুহিনসহ পরিবারের সদস্যরা আমাকে জানায় মেয়ে পপি খাতুন কোন ছেলের সাথে চলে গেছে। কার সাথে গেছে জিজ্ঞাসা করলে কোন সুদুত্তর দেয়নি তারা। এরপর আমি আলমডাঙ্গা থানাতে জিডি করি। পুলিশ ও আমরা অনেক খুজেছি। পাইনি আমার মেয়েকে। আজ আমার মেয়েটাকে জীবিত পেলাম না, পেলাম মৃত মেয়ে।

তিনি আরও বলেন, আমার নাতী মিমের বয়স ১০ বছর। এর আগে অনেকবার তুচ্ছ ঘটনায় জামায় তুহিন ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে বাড়ি চলে আসে। তাই আমার ধারণা জামায় তুহিন ও তার পরিবারের সদস্যরা নির্যাতনের পর হত্যা করেছে আমার মেয়েকে। আমি মেয়ে হত্যার বিচার চাই।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক তুহিনুজ্জামান খান বলেন, নিখোঁজের ৫ দিনের মাথায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে পপি খাতুনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পপি খাতুনকে হত্যা করা হয়েছে। সুরতহাল প্রদিবেদন শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রহস্য উম্মোচনে মাঠে নেমেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক এ্যানির সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার এসএফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক নুরুন নবী ছামদ এ্যানি সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

গতকাল শনিবার তার কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে গাংনি উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের বানি ইয়ামিনের ছেলে নুরুন নবী ছামদ এ্যানি উল্লেখ করেন তিনি একজন ডিপ্লোমা চিকিৎসক। তার ৮৮১৫ রেজিঃ নম্বরের বিএম ডিসি লাইসেন্স রয়েছে।

বর্তমানে তিনি আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে এসএফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে বিভিন্ন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা রোগী সাধরনের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। এমনি অবস্থায় হাটবোয়ালিয়া বাজারের একটি কু- চক্রি মহল তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। ওই চক্র টাকাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য নানা ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে।

তিনি উল্লেখ করেন, তার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বৈধ কাগজ পত্র রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন তাদের কারো কোন সমস্যা হয়নি।

অথচ কুচক্রি মহল কিছু ভুয়া মানুষের নাম উল্লেখ করে চারিদিকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেস্টা করছে। যা মোটেও সঠিক নয়। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি উপস্থাপন করে কোন প্রকার বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন। একই সাথে তিনি অপপ্রচারকারিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবী জানিয়েছেন।

দুই ডোজ টিকা নিয়েও আলমডাঙ্গার ইউএনও করোনা আক্রান্ত

দুই ডোজ টিকা গ্রহণ করার পরও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নুর করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বুধবার রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেওয়া নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বুধবার ইউএনও রনি আলম নুর শরীরে অসুস্থতা দেখা দেয়।

পরে রাতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনি নমুনা দেন এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট রিপোর্টে তার করোনা পজিটিভ আসে। একই সাথে গাড়ির ড্রাইভারসহ দুই বডিগার্ডের করোনা পরিক্ষা নেগেটিভ আসে।

এ ব্যাপারে ইউএনও রনি আলম নুর মুঠোফোনে বলেন, তিনি বাসায় আইসোলেশনে রয়েছেন। তার শরীর অনেকটা ভালো আছে। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন